যু[illegible]ন্তর

MAY 2 20[illegible]

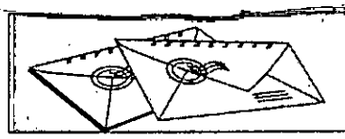

MAY 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা .. ৪ .. কলাম .. ৩ .....

চিঠিপত্র

স্কুল শিক্ষকদের কোচিং

দেশের নামকরা হোক, মধ্যম মানের হোক কিংবা নিম্নমানের হোক যে কোন ধরনের চাকরিজীবী শিক্ষক তিনি সরকারি-বেসরকারি যে পর্যায়েরই হোন না কেন তারা যদি স্কুলে পাঠদান বাদ দিয়ে কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়ানোতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি অন্য যে দিকটি রয়েছে তা হল বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কোচিং সেন্টার যার সঙ্গে হয়তোবা কোন স্কুল শিক্ষক জড়িত নন। হয়তো জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করা কোন বেকার যুবক কিংবা ছাত্র (যিনি ওই আয় দিয়ে লেখাপড়া করেন)। এদের মাধ্যমে কোচিং করা কোন ছাত্র কোন অবস্থাতেই নকলবাজ হতে পারে না। কারণ তারা ছাত্রছাত্রীকে বিষয়ভিত্তিক যে শিক্ষা দেন তাতে তার জ্ঞান বাড়ে বৈ কমে না। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যাচভিত্তিতে পড়ানোর সঙ্গে ঢালাওভাবে বিষয়ভিত্তিক কিংবা বিশেষ ধরনের যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং, কলেজ ভর্তি কোচিং কিংবা বিশেষ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কোচিং, ক্যাডেট কলেজ ভর্তি কোচিং, কম্পিউটার কোচিং যা সরাসরি কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পরিচালনা কিংবা শিক্ষকতা করেন না তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ এসব কোচিং সেন্টার ছাত্রছাত্রীদের কিছু জ্ঞান বিতরণ করে যা স্কুল বা কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের শিশু-কিশোররাই মেধা বিকাশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বেশি। কারণ শহরে পড়াশোনার যে পরিবেশ এবং শিক্ষকদের যে প্রচেষ্টা রয়েছে গ্রামাঞ্চলে তা নেই বললেই চলে।

কোচিং সেন্টার যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয় তাতে ছাত্রছাত্রীদের নকল করার প্রবণতা থাকে না– তারা নিজেরাই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয় নিজের জানা থেকে। কাজেই কোচিং সেন্টার নয় বরং নকল প্রবণতা বন্ধ করতে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল।

ক. শিক্ষকদের গ্রুপভিত্তিক প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টার সংশ্লিষ্টতা বন্ধ করা। শিক্ষকরা যাতে ক্লাসে বেশি মনোযোগী হন তার জন্যে বেতন-ভাতা বাড়ানো, ভাল এবং নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের ইনসেনটিভ দেয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারদের মতো 'নন প্রাকটিস' ভাতা দেয়া। খ. নোট বই তথা গাইড নামের নোটবই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। গ. বই পড়ে নোট তৈরি করতে ছাত্র-ছাত্রীদেরই স্বাবলম্বী করে গড়তে হবে স্কুলেই। ঘ. কোচিং সেন্টারে কিংবা গ্রুপ ভিত্তিতে যেসব স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পড়াবেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিষয়ভিত্তিক কিংবা ভর্তি কোচিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের লেখাপড়ার খরচ যোগাচ্ছে এখানে পড়িয়ে। কাজেই ঢালাওভাবে 'কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হোক' না বলে স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসা বন্ধ করার কথা বলা যেতে পারে।

মাহবুব মোরশেদ খান
উত্তরখান (আটিপাড়া)
উত্তরা, ঢাকা